গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
উন্নয়ন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: জনাব এন এম জিয়াউল আলম সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সভার স্থান	: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষ, পরিবহন পুল ভবন
তারিখ ও সময়	: ১৩ আগস্ট ২০১৮, দুপুর ২.০০ ঘটিকা।

উপস্থিতিঃ পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে পরিচয়পর্ব শেষে তিনি বলেন দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ কৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রথম পর্বের (২০১৬-২১) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শেষ হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সামাজিক নিরাপত্তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা এ সভার মূল উদ্দেশ্য মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

২। সভাপতি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। তিনি সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট প্রাপ্তি এবং অন্যান্য সমস্যা রয়েছে কি না তা জানতে চান। সদস্যগণ জানান তাঁদের মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সদস্যগণ আরো জানান যে অধিকাংশ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের বাজেট ও সুবিধাভোগীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন আগামী সভাগুলোতে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ পরিবীক্ষণ করা হবে।

০৩। সভায় কয়েকজন সদস্য জানান তাঁদের মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি কার্যক্রম সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক হলেও তা সংশ্লিষ্ট তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের তালিকায় উক্ত কার্যক্রমগুলো অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ রয়েছে কি না তা অবহিত করার অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ জানান অতিশীঘ্র সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সমন্বয়ের একটি কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে একটি বিজনেস কেসের টেম্পলেট তৈরি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়সমূহের নিকট থেকে উপযুক্ত যুক্তিসহ প্রস্তাব পাওয়া গেলে তাদের প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের তালিকাভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

০৪। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কর্মপরিকল্পনার ওপর একটি উপস্থাপনা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থাপনায় উল্লেখ করা হয় যে, সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে আগামী ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ের এবং আগামী ২০২৬ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণের দিকনির্দেশনা রয়েছে। সে অনুযায়ী মন্ত্রণালয়সমূহ তাঁদের প্রথম পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে যা সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অনুমোদিত হয়েছে। উপস্থাপনায় উল্লেখ করা হয় যে, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংস্কার সংক্রান্ত তিন স্তরের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে, যথা জাতীয়, ক্লাস্টার এবং মন্ত্রণালয়। সংক্ষেপে স্তর তিনটির দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়। বিশেষভাবে ক্লাস্টার লিড মন্ত্রণালয়সমূহের দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ক্লাস্টার সমন্বয় সভায় উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

০৫। উপস্থাপনায় উল্লেখ করা হয় যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আওতায় ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা হয় যে, শিশু ভাতা কার্যক্রম (Child Benefit Scheme) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তথা দেশের জন্য গৃহিতব্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। পরিত্যক্ত শিশুর ভরণ-পোষণ নীতিমালা তৈরি এ মন্ত্রণালয়ের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কর্মপরিকল্পনার মধ্যে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে

কর্মসংস্থান সৃজনমূলক প্রোগ্রাম সমন্বিত করণ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল স্টাইপেন্ড সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি, জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম চালুকরণ, ইত্যাদি। সভাপতি মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে তাঁদের সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা যথাসময়ে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্ট হলে তা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করার জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।

০৬। সভায় সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। উল্লেখ করা হয় যে, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে রয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC)। এ কমিটি বছরে অন্ততঃ দুটি সভা আয়োজন করে থাকে। সামাজিক নিরাপত্তার বিষয় ভিত্তিক কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য গঠন করা হয়েছে মোট পাঁচটি থিমেটিক ক্লাস্টার কমিটি। ক্লাস্টার সভা প্রতি তিন মাস অন্তর অনুষ্ঠানের নিয়ম থাকলেও তা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় না মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। সভাপতি নিয়মিত সভা আয়োজনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া, সভায় উল্লেখ করা হয় যে বিভাগীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য কোন কমিটি ছিল না। সম্প্রতি বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যমান কমিটি দুটি সংস্কারপূর্বক নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

০৭। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়সমূহের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ জড়িত থাকেন। তন্মধ্যে রয়েছেন সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট এবং বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ। কিন্তু ইতোমধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট বা বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ বদলিজনিত বা অন্য কারণে পরিবর্তন হয়েছে। তাঁদের তালিকা জরুরিভিত্তিতে হালনাগাদ করা প্রয়োজন মর্মে বিগত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল মর্মে অবহিত করা হয়। তাছাড়া, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ফোকাল পয়েন্ট যেমন জেন্ডার, আইটি, আরবান, যোগাযোগ, এমআইএস ইত্যাদি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার মনোনয়ন প্রেরণর জন্যও মন্ত্রণালয়সমূহকে অনুরোধ করা হয়েছিল। যেসব মন্ত্রণালয় হতে হালনাগাদ মনোনয়ন পাওয়া গেছে তার একটি তালিকা সকলের নিকট সরবরাহ করা হয়। যে সকল মন্ত্রণালয় ফোকাল পয়েন্টের হালনাগাদ মনোনয়ন প্রেরণ করেনি সে সকল মন্ত্রণালয়কে অনতিবিলম্বে উক্ত কর্মকর্তাগণের মনোনয়ন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

০৮। সভার কার্যসূচি অনুযায়ী কক্সবাজারস্থ যে উপজেলাসমূহে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় প্রদান করা হয়েছে সে সকল উপজেলার স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য বর্ধিত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশের কারণে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক ক্ষতির একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়। উপস্থানায় বলা হয় যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্থানীয় বাংলাদেশী জনগণের জন্য প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম যথেষ্ট নয়। তাদের জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত বরাদ্দ। এস এস পি এস প্রোগ্রাম এ ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে কিনা সে বিষয়ে মতামত চাওয়া হয়। উপস্থিত সদস্যগণ এ বিষয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। উল্লিখিত এলাকায় অতিরিক্ত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম দরকার তবে বিষয়টিতে এস এস পি এস প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্তি সমীচীন হবে কিনা তা আরও পর্যালোচনা প্রয়োজন মর্মে অধিকাংশ সদস্য অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্তঃ

০৯। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বিশেষভাবে ক্লাস্টার লিড মন্ত্রণালয়সমূহকে অনুরোধ করা হল;

খ) ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের পরবর্তী সমন্বয় সভায় মন্ত্রণালয়সমূহের সুনির্দিষ্ট তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ পরিবীক্ষণ করা হবে এবং এ উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছক মোতাবেক তথ্য প্রেরণের জন্য মন্ত্রনালয়সমূহকে অনুরোধ করা হল;

খ) সামাজিক নিরাপত্তার বিষয় ভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য গঠিত ক্লাস্টার কমিটিসমূহ প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ একটি সভা আয়োজনের জন্য ক্লাস্টার লিড মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে অনুরোধ করা হয়;

গ) যে সকল মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা ফোকাল পয়েন্ট, বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট এবং অন্যান্য ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার মনোনয়ন এখনও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করেনি তাদেরকে জরুরিভিত্তিতে উক্ত কর্মকর্তাগণের মনোনয়ন প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়;

ঘ) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অবস্থানের কারণে আর্থ-সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কক্সবাজারস্থ উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় বাংলাদেশী জনগণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়। তবে এ বিষয়ে এসএসপিএস প্রোগ্রামের সম্পৃক্ততা সমীচীন হবে কিনা সে বিষয়ে আরও পর্যালোচনান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

২৬/৬/২০১৮

(এন এম জিয়াউল আলম)
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ